CALCUTTA SOCIETY

FOR THE

PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS.

Patron

HIS EXCELLENCY THE RIGHT HON SIR JOHN L. M. LAWRENCE, K. C. B., K. S. I., VICEROY AND GOVERNOR GENERAL OF INDIA.

President—THE VENERABLE ARCHDEACON PRATT, M. A.

Committee

APCAR, T. A., ESQ	HEERA LAL SEAL, BABOO
BARRY, DR. [illegible] B.	KUMAR HARENDRA KRISHNA RAI BAHADOOR
BLECHYNDEN, A. H., ESQ	LONG, THE REV. J.
BROWNE, THE REV. J. CAVE, M. A.	MONCRIEFF, R. S., ESQ
BRUCE, J., ESQ	PEARY CHAND MITTRA, BABOO
CHAPMAN, E. B., ESQ., C. S.	ROBERTSON, T. L., ESQ
CRAWFORD, J. A., ESQ., C. S.	RUSTOMJEE, MANOCKJEE, ESQ
DAVIS, W. P., ESQ	ROBERTSON, ROBT., ESQ
DON, THE REV. J. D.	SMITH, ALEX., ESQ., C. S.
GROTE, A., ESQ., C. S.	SMITH, D. A., ESQ
HEPBERT, COLONEL C.	STORROW, THE REV. E.
HOGG, STUART, ESQ., C. S.	TURNBULL, COLONEL, MONTAGUE J.

MOULVIE ABDOOL LUTEEF KHAN BAHADOOR

MOONSHEE AMEER ALEE KHAN BAHADOOR

Honorary Secretary & Treasurer—COLESWORTHEY GRANT, Esq.

This Society commends itself to the support and co-oper[illegible] catholi[illegible]

I. [illegible] and im[illegible] oration [illegible] The me[illegible]

1. **The**[illegible] in the C[illegible] needful, [illegible]

2. **The** [illegible] Oordoo, [illegible] addresses, instructing the ignorant, and providing all with information.

* The number of prosecutions [illegible] Society, from its commencement in 1862 to the present time, has extended to 5,[illegible]

and useful hints respecting the treatment of their dumb labourers.

3. The circulation of papers in English amongst the European and educated native community, furnishing information as to the Law throughout India, and the means at their disposal for punishing the wantonly cruel, and holding a check upon brutal inhumanity

4. Inviting information and suggestions from all who are interested in the cause of civilization throughout India respecting any barbarous practices, whether arising from cruelty or ignorance, over which this Society may be thought able to exercise any influence towards the improvement of the treatment and condition of labouring and domestic animals

5 The introduction into Schools and elsewhere of Books, or Tracts, in English and the vernacular, "calculated to impress on youth the duty of humanity towards the inferior animals"

6 Seeking the aid of the Pulpit the Press, and all public Instructors, in advocating the principles and objects of this Society, having in view the promotion of humanity towards the animal creation.

II Its important share and influence as an agent in the education of the people,—the cultivation of those merciful impulses which tend to the growth of humanity, and "prevention of cruelty"—*to man.*†

Towards these ends the moral support and co-operation of the community are not less sought than its pecuniary aid to meet the varied expences inci-

t and

ly be

hank-

Com-

surer.

no ... se of protecting the brute ... onstitut ... rotecting human society ... manifold evil effects which result from the indulgence of habits of cruelty towards animals."

† *Address of the Right Re ... d Bishop of St Davids ... Annual Meeting of the Ro ... Soci ... of Cruelty to Animals*

182. Pc. 868.

THE

DUTY AND ADVANTAGES

OF

KINDNESS TO ANIMALS.

A PRIZE ESSAY.

By "Aliquis."

TRANSLATED INTO BENGALEE BY BABOO GOPEKISSEN MITTER.

পশুদিগের প্রতি

দয়াকরণের কর্ত্তব্যতা ও উপকার

বিষয়ক

পারিতোষিক প্রবন্ধ।

এলিকুইস

প্রণীত।

PREVENTION

ON KINDNESS TO ANIMALS.

সাধুতার যে কএকটী লক্ষণ আছে তদ্ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে প্রকৃত মহৎ অথবা ধার্ম্মিক বলা যায় না।

এই সকল লক্ষণের মধ্যে পরম ঈশ্বর, সত্য, সুবিচার, ও দয়ার সহিত আমাদিগের যে সম্বন্ধ তাহার জ্ঞানই প্রধান। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলেই যে সৎলোকের নিকট দয়া প্রয়োজন করে ইহা কদাচ অসঙ্গত নহে; ইহা মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অন্যের সুখে সুখী ও অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। মনুষ্যবর্গের মধ্যে পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে এক জন অন্যের সুখ দুঃখের অংশী না হইয়া কদাচ থাকিতে পারে না।

সাংসারিক নিষ্ঠুর ব্যবহারবশতঃ এই স্নেহভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু কদাচ এককালীন অভাব হইতে পারে না অতএব পরস্পর দয়া করাই প্রকৃত মানবধর্ম্ম।

উপরে [illegible] কাশ [illegible]
অসাধুতা [illegible]
ব্যবহার ন [illegible]
পারে না [illegible]
হইতে চা [illegible]

প্রকৃত [illegible]
ও অধর্ম্ম [illegible]
ক্লেশ নিব [illegible]
বলেন, " [illegible]
করিতে পা [illegible] ও হংসা প্রভৃতি বিরক্ত হইয়া

B

আমার প্রতি প্রকাশ করিলে কেবল পরস্পরের স্নেহভাবের বিপরীতাচরণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। মনুষ্য না হইয়া যদি কেবল একটী বাষ্পযন্ত্র আকারে পরিগণিত হইতাম তাহা হইলে কদাচ তুমি আমার কুৎসা করিতে না; আমিও উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা রূপ কোন বাধা না মানিয়া সমুদয় দ্রব্য মর্দ্দন করিতাম। প্রীতি কোমল পাশে, অথবা প্রয়োজন সম্পাদনের কঠিন শৃঙ্খলে আমরা আবদ্ধ আছি। আমেরিকাস্থ উইনিপেগ হ্রদেরতীরনিবাসী স্বীয় পত্নীর সহিত বিবাদ করিলে তাহার বন্য পশু শিকারের ব্যতিক্রম ঘটে সুতরাং তাহাতে অন্য২ দেশস্থ লোকের ক্লেশ বোধ হয়। এমতে কেবল বর্ত্তমান কালেই যে এক জাতির সহিত অপর জাতির নৈকট্য দৃষ্ট হয় তাহা নয়, মনুষ্যবর্গ পুরুষানুক্রমে পরস্পর বন্ধুত্বভাবে বদ্ধ আছে।

ইহা বিবেচনা করিলেই মনুষ্যের মনে দয়ারসের আবির্ভাব হইতে পারে ও সে দয়া যদিও প্রথমে কেবল স্বজাতির মধ্যে প্রকাশ হয় তত্রাচ তাহা ক্রমশঃ সমস্ত জীব জন্তুতে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। জগৎপিতা মনুষ্য ব্যতীত অন্য২ জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহারা সকলেই সুখ দুঃখ বোধ করিতে সক্ষম ও সেই সুখ দুঃখ মনুষ্য কর্তৃক বৃদ্ধি হইতে পারে; অতএব সকল ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সাধ্যানুসারে তাঁহাদের উপকার করে।

পরম ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করা জীবনের উদ্দেশ্য অতএব যে ব্যক্তি কোন অবলা জন্তুর স্বাভাবিক সুখ বিনষ্ট করে সে ঐ ইচ্ছার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকে।

[illegible] গী হওয়া
[illegible] আমাদের
[illegible] তশয় হেয়
[illegible] না কুকর্ম্ম
[illegible] ন কর্ত্তাকে
[illegible] ও বালকের
[illegible] না ও রাগ
[illegible] আমাদের
[illegible] দৈবাধীন

যদি কোন ২ ব্যক্তি কোন বিশেষ জন্তুর প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করাতে হাস্যাস্পদ হয় তথাচ তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হওয়া কোন ক্রমেই অসঙ্গত নহে।

পরম ঈশ্বর যে সকল জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের প্রতি তাহার অভিপ্রায়ানুসারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অকারণ কোন জন্তুকে যন্ত্রণা দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায় নহে। কতকগুলি জীব মাংসভোজী সুতরাং তাহাদের পোষণার্থ অপর জীবের ক্লেশ অনিবার্য্য। মনুষ্য এবং ভূচরমধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র ও ভল্লুক ও শৃগাল প্রভৃতি এবং খেচর মধ্যে চীল ও বাজ ইত্যাদি জীব হিংসাদ্বারা প্রাণ ধারণ করে, এরূপ প্রাণীবধ স্বভাবসিদ্ধ এবং ইহার বিদ্বেষিগণ কেবল ভাক্ত ধার্ম্মিক-মাত্র। ক্রীড়াসক্ত হইয়া নিষ্ঠুর রূপে জীবহিংসা করা ও তাহাতে আহ্লাদিত হওয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আহারার্থে জীবহিংসা বিধেয় বটে, কিন্তু তাহা নিষ্ঠুর রূপে করা অকর্ত্তব্য। হিংস্রক জন্তু বধ করিবে কিন্তু অকারণ বধ উদ্দেশে জীব-হত্যা কদাচ করিবে না। আহারোপযোগী জন্তুকে শীঘ্র ও এককালীন নষ্ট না করিয়া তাহার মাংসের স্বাদ বৃদ্ধি হেতুক তাহাকে যন্ত্রণা দেওয়া নিতান্ত গর্হিত। মনুষ্যের কালস্বরূপ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক পশু ও মূষিক ইত্যাদি কৃষকদিগের ক্ষতিকারক জন্তুদিগকে নষ্ট করা ন্যায্য বটে কিন্তু স্পেইন ও ইংলণ্ড দেশে বৃষ ও ভল্লুক প্রভৃতিকে ক্লেশ দিয়া যে-রূপ আহ্লাদ করিয়া থাকে তাহা অতি অবিধেয়। জগদীশ্বরের নিয়মানুসারে এক জন্তু অপর জন্তু আহার করিয়া

কিন্তু তা

মাংস

যেমন

যদিও

অপেক্ষ

জন্য উ

করিতেছে

নষ্ট হই

করা অ

জীবের প্রতি নি ব্যবহার করিবেক ইহাও মাংসাশীদিগের নিতান্ত

ভ্রম। সকল জীবের প্রতি দয়া ও সদ্ব্যবহার করিবার জন্য জগদীশ্বর মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা নানা প্রকারে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে।

প্রথম। আহারযোগ্য পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা। এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইবার জন্য পশুদিগকে অনর্থক যন্ত্রণা দেওয়া হয়। প্রথমতঃ নৌকায় এত অধিক এককালীন বোঝাই করা হয় যে তাহাদের দাঁড়াইবার স্থানমাত্র থাকে না পরে রেলগাড়িতে টানাটানি করিয়া ১২ ঘণ্টা কখন কখন ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনাহারে ও অনিদ্রায় কষ্ট পায়। এবং ইহার পূর্ব্বে এত পথ চালাইয়া আনা হয় যে অনেকে ক্ষত পাদ জন্য অত্যন্ত যাতনা সহ্য করে। গোবৎসদিগকে পদ বন্ধন পূর্ব্বক গাড়িতে রাশি ২ করিয়া নিক্ষিপ্ত করাতে তাহারা যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পায়। পক্ষ সকলের পাদ বন্ধন করিয়া অনেক দূর লইয়া যাওয়া হয়। ভারতবর্ষে দেখা গিয়াছে একটী মহিষের শরীরের চতুষ্পার্শ্বে অধঃশিরা ও ঊর্দ্ধপদ করিয়া স্তবাকার পালিত পক্ষ সকল আনা হয়। হেমবর্গ ও বেলফষ্টইতে বহু কষ্টে যে সকল জন্তুদিগকে ইংলণ্ডে আনা হয় তাহাদের যাতনা দেখিয়া কাহার না দয়া উপস্থিত হয়? এবং হংসদিগকে গলা ধরিয়া ঝুলাইয়া বিক্রয় করিতে আনা দেখিয়াই বা কাহার ক্রোধ না হয়? অশ্ব, গো, মেষাদির শরীর পরীক্ষা করিলে প্রমাণ হইবেক যে মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের সুখ দুঃখ বোধ করিবার ক্ষমতা আছে। কতিপয় মনুষ্যকে হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক এক শকটে ফেলিয়া ব্রেণ্টফোর্টহইতে লণ্ডনে

...প বোধ

মহিষের

...ভাব যে

...গর প্রতি

...অবস্থা

...হয় না

...রণ হুষ্ট

...কসাইখানায় অনেক নিষ্ঠুর ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু তাহা কেবল অজ্ঞ ও নির্দ্দয় লোক কর্ত্তৃক। এককালীন ও বিনা যন্ত্রণায় বধ করা

কসাইদিগের কর্ত্তব্য কারণ, প্রয়োজনীয় জীবহিংসাতেই যথেষ্ট নি-ষ্ঠুরতা প্রকাশ অতএব বধকালীন তাহাদিগকে যাতনা দেওয়া কত দূর গর্হিত তাহা অব্যক্ত।

যে সকল পশু আমাদিগের সাহায্যার্থে পরিশ্রম করে তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা আমাদের অতি কর্ত্তব্য। তাহারা আমাদিগের অসীম উপকারী। হস্তিদ্বারা কামান, ও বলদ কর্ত্তৃক খাদ্য দ্রব্যাদি রণক্ষেত্রে বাহিত না হইলে আমাদের পূর্ব্বদেশীয় রাজ্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইত। সুন্দর রণঘোটক ব্যতীত আমরা কি রূপে যুদ্ধ জয় করিতাম? পশু কর্ত্তৃক লাঙ্গল বহা না হইলে কি প্রকারে ক্ষেত্র শস্য পূর্ণ ও ভাণ্ডারে প্রচুর আহারীয় দ্রব্য হইত? উষ্ট্র ব্যতীত পার্ব্বতীয় দেশের দ্রব্যাদি সমুদ্র তীরে কি প্রকারে আনীত হইত? অশ্বতরী না থাকিলে আল্‌পস ও সিরিয়া পর্ব্বতের নিম্নস্থ প্রদেশে আহার অভাব হইত। দ্রুতগামী বলগা হরিণ এবং কেমেসকেটকা দেশীয়প্রভু-ভক্ত কুক্কুর অভাবে তুষারাবৃত উত্তর প্রদেশ জনশূন্য হইত। দ্রব্যাদি বহনকারী পশু-দিগের সাহায্য আমরা কোন কৌশলেই রহিত করিতে পারি না, সুতরাং ঐ সকল পশুদিগের প্রতি আমাদিগের যে কি প্রকার সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা বলা যায় না, কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে আমরা তাহাদের কৃত উপকার বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকে নিগ্রহ করিতে থাকি।

পশুদিগের পরিশ্রম করিবার যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহার অতিরিক্ত কর্ম্ম করা [illegible]

একটি [illegible]
ধাইতে [illegible]
করিতে [illegible]
মৃত হই [illegible]

অল্প [illegible]
থাকি [illegible]
অশ্বের [illegible]
ক্ষতপাদ [illegible]
একটী সা [illegible] আরোহণ করিলে তাহা ভাঙ্গিয়া
যায়, এক-জন হৃষ্টপুষ্ট ব [illegible] ব্যক্তি ক্ষুদ্র অশ্বে আরোহণ করিলে

অশ্বটি কদাচ চলিতে পারে না; ডাকের অশ্ব অধিক বেগে চালিত হইলে পথিমধ্যে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে।

ভারবাহক পশুগণ আপন ২ কর্ম্ম এরূপ ইচ্ছা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়া থাকে যে তাহা বিবেচনা করিলে তাহাদের প্রতি আমাদের বিশেষ যত্নশীল হইতে হয়। তাহাদের ক্ষমতানুসারে ভারার্পণ করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কোন পশুকে কার্য্যে নিয়োগ করিবার অগ্রে বিচক্ষণ ও দয়াবান ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে তাহার স্বভাব ও ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অজ্ঞতা, আলস ও নিষ্ঠুরতা বশতঃ পশুদিগের প্রতি অনেকে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারবাহক পশুর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার জন্য অনেক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। ইহার শরীরের গঠনের প্রতিও যে রূপ পরিশ্রম করিবে তদনুযায়ী যোয়ালী হইয়াছে কি না তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। যোয়ালী যে প্রকার হওয়া আবশ্যক তাহা এক্ষণে অল্প লোক করিয়া থাকে। কখন বা দ্রব্যাদির ভার বলবান শিরা অস্থি ও মাংসপেশীর উপরে না পড়িয়া যে খানে ঐ সকল ক্ষীণ ও দুর্ব্বল তথায় পড়িয়া থাকে। কখন বা সাজের অযোগ্যতা হেতুক ভারবহনে পশুগণ যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়া থাকে। সাজের আকৃতির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত যেহেতুক যোয়ালী বৃষের স্কন্ধের অযোগ্য হইলে ও অশ্বের জীন বা গলার্সা বৃহৎ কিম্বা, ক্ষুদ্র ও ভার আ[illegible]কি অল্প কিম্বা এক পার্শ্ববর্ত্তী হইলে পশুর মহাকষ্ট হয়। ভারবাহক পশু দ্বিবিধ। যাহারা দ্রব্যাদি টানিয়া লইয়া যায় [illegible]র জন্য [illegible] যোজনা [illegible] হইবার [illegible] আর [illegible]ড়িয়া- [illegible]ন পাথু- [illegible] ভারার্পণ [illegible]না কিন্তু [illegible] পারিত। [illegible]পশুদিগের বহনশক্তি বৃদ্ধি ও তাহাদের কষ্ট নিবা[illegible] হইতে পারে। যাঁহারা গা-

ড়িতে বা ছালাতে দ্রব্যাদি লইয়া যায় তাহাদের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক পশুর বল বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে যোয়ানী ও পৃষ্ঠে ভার এপ্রকার প্রদান করে যে তাহারা কোন কষ্ট না পায়।

ঘোটকাদির সাজ এরূপ হওয়া উচিত যে তদ্দ্বারা তাহাদের শিরা ও রক্তের স্বাভাবিক গতি কোন ক্রমে রোধ না হয়। অযোগ্য সাজ হেতুক প্রথমতঃ তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয় পরে ক্ষত প্রকাশ পায়। এবং তজ্জন্যই অনেক ধীর পশু গাড়িতে যোজনাকালে অস্থির হইয়া যায়। আর সাজ মুক্ত হইলে যদি পশুর গাত্রের কোন স্থানে লোম উঠিয়া যায় কিম্বা ঘর্ম্মে আবৃত হয় তাহা হইলে নিশ্চয় জানা যায় যে পশুর অবশ্যই ক্লেশ হইয়াছে। এবং সাজের অযোগ্যতা হেতুক পশুর সমস্ত শরীরে ভার পতিত না হইয়া কোন২ স্থানে ভারাক্রান্ত হইয়াছে তাহাও প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় কিঞ্চিৎ অধিক পরিশ্রম হইলেই শরীর ক্ষত হইয়া থাকে।

অনুপযুক্ত নালবাধা হেতুক গো ও অশ্বাদির অধিক ক্লেশ হয় আর এ বিষয়ে নিতান্ত অনবধান হইলে পশু খঞ্জ হইয়া যায়। আমরা এই কারণে অতি শান্ত ও ধীর পশুকেও অস্থির রূপে চলিতে ও হোঁচট খাইতে দেখিয়া থাকি। কসা জুতায় অথবা তাহার প্রেক বাহির হইয়া থাকিলে তাহাতে যেমন মনুষ্যের চলিতে কষ্ট হয় পশুদেরও তদ্রূপ।

ভারতবর্ষে অশ্বদিগকে অধিক দূর লইয়া যাইবার আবশ্যক হইলে তত্রস্থ লোকেরা ঐ পশুদের মস্তক বাধিয়া ভয়ানক [illegible] রূপে [illegible] সমূহ [illegible] চালাই[illegible] কের [illegible] প্রভু তা[illegible] প্রশংসা [illegible] মুক্ত ই[illegible]

উপ[illegible] কাল বি[illegible] হইয়াছে। পশু এ বিষয় লোকে চরাচর মনোযোগী হয় না। বরং আমরা মনে করিয়া থাকি যে পশুগণ [illegible]কর্ম্ম উপযোগী হইলেই তাহারা সকল

স্থানে ও সর্ব্বক্ষণ সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়। প্রকাশ্য পীড়া বশতঃ অসক্ত না হইলে হস্তী ঘোটক বৃষ খচ্চর গর্দ্দভ প্রভৃতি পশুগণ সকল সময়ে ভার বহন করিতে সক্ষম হয়। মনুষ্য যখন দন্তশূল, শিরঃ-পীড়া, ক্লান্তি ও দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত পীড়িত হইয়া থাকে, তখন তাহার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা পরিশ্রম করাইলে সে কি প্রকার বোধ করে। পশুদিগের শারীরিক ভাব মনুষ্যের ন্যায় অতএব তাহাদের সামান্য২ অসুখও তদ্রূপ। আমাদিগের অশ্ব যৎকালীন দৌরাত্ম্য করে কি অবাধ্য হয় তখন যে কোন অকস্মাৎ বেদনা কিম্বা অন্য পীড়াতে কষ্ট পাইয়া এমত করিতেছে ইহাই সম্ভব। আর তাহার চাটি মারা দৃষ্টে করিয়া এই বোধ করি যে কেবল অসুস্থ অবস্থাতে তা-হাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করাতে এই রূপ করিয়া থাকে।

পশুদের অপ্রকাশ্য অসুখের প্রতি যে আমরা কেবল অমনোযোগী হই এমত নহে আমরা সর্ব্বদা তাহাদের প্রকাশ্য অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। খঞ্জ ও সাজ কর্ত্তৃক ক্ষত বিশিষ্ট পশুকে নিয়মিত কর্ম্ম করান হয় যদিও তাহাতে তাহাদের ক্ষত ঘর্ষণদ্বারা অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। কোন২ সময়ে কোন ব্যক্তি পশুদের উপর উক্ত প্রকার যন্ত্রণা দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত না হয়? দয়াধর্ম্মের উন্নতি এত দূর হইয়াছে যে প্রকাশ্য রূপ যন্ত্রণা বিশিষ্ট কোন পশুকে কার্য্যে নিয়োগ করিলে দণ্ডার্হ হইতে হয়। অশ্ব চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়ে আমরা কবে পারদর্শী হইব যে কোন পশুর ক্লেশ জন্মিবামাত্রই আমরা বোধগম্য করিতে পারিব! দয়ার [illegible] এবং যে [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] বস্তুতঃ [illegible] তে হয় [illegible] অথচ [illegible] বিষয়ে [illegible] এবং [illegible] দিগকে [illegible] ব্যবহার করে এবং [illegible] পশু সকল মূর্খ ও অসভ্য ব্যক্তিদের [illegible] পতিত হয়; যাহারা কোন

যন্ত্রই জানে না; এবং যাহাদের এই মাত্র সংস্কার যে ন্যায় রূপেই হউক বা অন্যায় রূপেই হউক কর্ম্ম হইলেই হইল।

মূর্খতা ও অবিবেকতা জন্য পশুদিগের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইয়া থাকে এ পর্য্যন্ত তাহাই বর্ণনা করা হইল; এক্ষণে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্ঠুরতা ব্যবহার করণ বিষয় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কর্ম্ম করাইবার জন্য জ্ঞান পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া পশুদিগকে বহু যন্ত্রণা দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক অনেক অসভ্য ও নির্দ্দয় লোককে দেখা যাইতেছে যে মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত ইত্যাদি নানা প্রকার নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ-দ্বারা কৃশ ও পীড়িত পশুদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করে না। গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড নামক বড় রাস্তায় ডাকবাহক ঘোটক সকল এ বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। পোনি ঘোটক সকলকে লাথি ও চাবুক মারিতে, প্রেক বিদ্ধ করিতে এবং কর্ণ ও লেজ ধরিয়া ভূমির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। বাধারসহইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে ঐ রাস্তায় এক নিষ্ঠুর ঘটনার বিশেষ উদাহরণ আমাদের স্মরণ আছে। পাল্কী গাড়ির মধ্যে আমরা নিদ্রিত ছিলাম, হঠাৎ অগ্নির ঘ্রাণে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি যে এক দুর্ভগা পোনি ঘোটক, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট কায়া, উক্ত গাড়িতে জোড়া হইয়াছে এবং এক টঙ্গীও না চলিয়া ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে। একটী নির্দ্দয় লোক এক গাছা রজ্জু ঐ ঘোটকটীর উপর ঠোটে জড়াইয়া প্রাণপণ শক্তিতে টানিতেছে, দুই তিন জন গাড়ুয়ান কেবল চাবুক মারিতেছে, আর এক জন হতভাগা কতক গুলি

জ্বালিয়া

লোকদিগ

আশ্চর্য্য

এই পো

এই রূপ

পূর্ব্বে ২৪

ছিল

অসম্ভব

হইবার

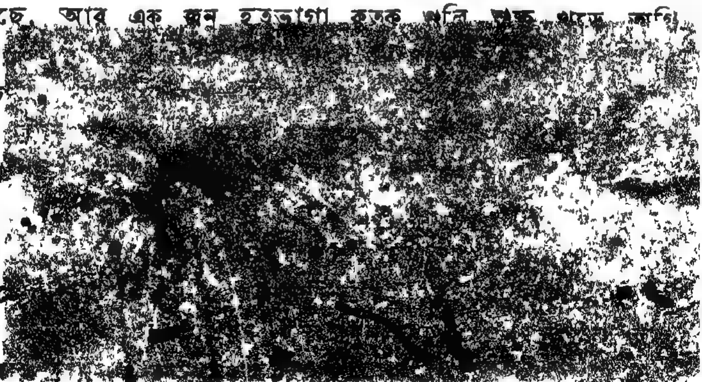

ভারতবর্ষে পথমধ্যে বৃষ সকলই নিষ্ঠুর রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সর্ব্বদা এক স্থানে আঘাত করাতে বৃষদিগের স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশ ক্ষত বিক্ষত হইতে বারম্বার দেখা গিয়াছে। অবলা পশু কশাঘাত ত্রাসে ছটফট করিতে থাকে তথাচ গাড়য়ানেরা বেগে চালাইবার অভিপ্রায়ে ঐ পশুর ক্ষত স্থানে আঘাত করে। ভারবহনকারি গর্দ্দভদিগেরও ঐ রূপ দুর্দ্দশা ঘটে। দেখা হইয়াছে যে তাহারা ভূমিসাৎ হইলে জ্বলন্ত আঙ্গার তাহাদের গাত্রে স্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে ভূমিহইতে উঠাইয়া থাকে। ব্রিটনবাসী সৈন্যগণ নিষেধ না মানিয়া যুদ্ধযাত্রার সময়ে ভারবাহক জন্তুদিগের প্রতি কদর্য্য আচরণ করণ জন্য দোষী হয়। অনেক২ নির্দ্দোষী পশুদিগকে অনর্থক তাহাদের রক্ষক কর্ত্তৃক সঙ্গীনের আঘাত সহ্য করিতে হয়। এই সকল কুব্যবহার যে সর্ব্বদাই নিষ্ঠুর স্বভাবের কার্য্য এমত নহে; অধৈর্য্য ও অনবধানতাও ইহার একটি কারণ। এই বলিয়া অধৈর্য্য ও অনবধানতা কদাচরণ এবং নিষ্ঠুরতা জন্য অপরাধহইতে কদাচ মুক্তি পাইবার হেতু হইতে পারে না।

বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হিন্দুদিগের উচিত যে তাঁহারা পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের পক্ষে বিপক্ষ হন। অপরমতাবলম্বীরা বা কতই আশ্চর্য্য ও অসঙ্গত বোধ করে যে হিন্দুরা তাহাদের পশুদিগের প্রতি মন্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। হিন্দুরা গোহত্যা করে না; এবং তাহাদের দেবালয় কি নগরের নিকট বিরুদ্ধাচারি কর্ত্তৃক গোহত্যা হইতে উপস্থিত হইলে তাহারা বিশেষ প্রতিবন্ধকতা জন্মায়; অথচ অতি- [illegible] পশু ও ক্ষত বিশিষ্ট হইলেও সেই পশুকে [illegible] বিশেষে [illegible] অযত্নে [illegible] হইয়া [illegible] ও সেবা [illegible] নহে? [illegible] অপেক্ষা [illegible] অতএব [illegible] বিষাক্ত [illegible] ই তাহাদের পক্ষে শুভদায়ক। আহা! বুদ্ধিমান হিন্দুবর্গ এই সুনিয়ম করে

শিক্ষা করিবেন! পীড়িত কুক্কুরদিগের নিমিত্ত চিকিৎসালয় আছে। যাচক সন্ন্যাসীরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত কুক্কুরদিগের আহার সংগ্রহ করণ জন্য রাস্তায় ২ ভ্রমণ করিয়া থাকে। সহস্র ২ কপোতগণকে আ-হার দেওয়া হয়। এবং শুনা হইয়াছে যে একটী কপোত নষ্ট করিলে দেবস্ব হরণ করার ন্যায় গণ্য হয়। কিন্তু ঈদৃশ দয়ালু ভাব এ সকল জন্তুদিগের প্রতি প্রকাশ করা অপেক্ষা শ্রমোপযোগী বৃষ, গর্দ্দভ, ঘোটকদিগের প্রতি এদেশের মাঠে এবং রাস্তায় যে সমস্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা হয় সম্যক্রূপে তাহার উচ্ছেদ করাই বিধেয়।

তৃতীয়তঃ মৃগয়া অর্থাৎ শিকারচ্ছলে পশুদিগের প্রতি যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা হয় তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

ইহা সম্যক্রূপে স্বীকার করা যাইতে পারে যে নিষ্ঠুরতা জন্যই যে সকলে শিকার করিয়া থাকে এমত নহে। তবে কোন ২ নির্দ্দয় ব্যক্তি এমন আছে, যে তাহাদের নিষ্ঠুর কার্য্যে আমোদজন্য হইয়া থাকে। খেঁকশিয়ালী শিকারিদের এমত অভিপ্রায় নহে যে উক্ত জন্তুকে যন্ত্রণা দেয়, কেবল অশ্বকে শারীরিক পরিশ্রমী ও সাহসী করিবার উৎসাহে অথবা পল্লীগ্রামস্থ চাষী লোকদিগকে আপন ২ হয়সাধ্য ঘোঁড়দৌড় দেখাইবার ইচ্ছায় খেঁকশিয়ালী শিকার করিতে যায়। যাহারা মোরগের যুদ্ধ দেখিয়া থাকে তাহারা যে উহাদের রক্তপাত দেখিতে ইচ্ছা করে তাহা নহে কেবল ঐ যুদ্ধের নানাবিধ ঘটনায় উৎসাহিত হইতে অথবা কোন বাজি জিতিয়া অর্থ পাইবার আ-শাতে অ[illegible] তাহাদের [illegible] হওয়া, [illegible] যাহাদের [illegible] কখন নি[illegible]

যদিস্য[illegible] হয় নাই[illegible] ব্যক্তি [illegible] তাহাকে [illegible] করিয়া উহার প্রাণ নষ্ট করা হয় নাই কেবল অসংসাহসী হইয়া এই বিপদে পতিত হইতে উৎসাহ হওয়ায় অথবা অর্থলোভী

হইয়া হত ব্যক্তির সঞ্চিত ধন হরণ করাভিপ্রায়ে ঐ কার্য করা হইয়াছে তাহা হইলে কি হননকর্ত্তা কোন নীতিজ্ঞ কি বিচারজ্ঞ সমীপে অপরাধী গণ্য হইবে না? অতএব এই বিতর্ক যে অসঙ্গত তাহার সংশয় নাই। কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞাত থাকেন যে ক্রীড়াসক্তি, অর্থলোভ কি কোন বিশেষ সমাজে সংসর্গী হইবার প্রবৃত্তি তাঁহাকে কুকর্ম্মে রত করে, কিম্বা সাংসারিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণে লইয়া যায় তাহা হইলে কি তিনি তাহার দায়ী নন? যদি এই সকল অভিপ্রায় তাঁহাকে নিষ্ঠুর করে তবে তিনি ঐ নিষ্ঠুরতাজন্য অবশ্যই দণ্ডার্হ, সন্দেহ নাই।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫ মে তারিখে ডাক্তার চামর সাহেব এস্কাটলণ্ডের গিরিজা সম্বন্ধীয় অধ্যক্ষ থাকিয়া এডিনবরা নগরে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার বিষয়ে যে ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাহইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া এই স্থলে প্রকাশ করা গেল; কারণ নিষ্ঠুর ক্রীড়াসক্ত ব্যক্তিদিগের তাঁহার ঐ ভাব জানা নিতান্ত আবশ্যক।

"সদ্গুণ ও সাধুতার অভাবই অতি ঘৃণিত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মনুষ্যের মুখের কোন অঙ্গের ব্যতিক্রম না হইয়া কেবল তাহার অভাব হইলে যেমন সকল দর্শককে বিশ্রী বোধ হয় তদ্রূপ মানব প্রকৃতি, স্বাভাবিক ও সাধারণ কোন সংস্কার বা বুদ্ধিবৃত্তির অভাব হইলে, সমাজমধ্যে তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণিত হইতে হয়। স্বাভাবিক মমতাশূন্য হইলে মনুষ্যই রাক্ষস নামে গণ্য হইয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে অতি নিষ্ঠুর ও অসভ্য ব্যক্তিকে দয়া ধর্ম্মের ও
[illegible] উচিত।
[illegible] যন্ত্রণাই
[illegible] ত ভাব
[illegible] অপরাধী
[illegible] প্রকাশ
[illegible]
[illegible] া? যদি
[illegible] অবশ্যই
নিষ্ঠুরতা দোষ ভাগী।

৫ যেহেতুক ক্রীড়াজন্য কাহার নিষ্ঠুর হওয়া উচিত হয় না; নিষে-

লিখিত যে কতকগুলিন ক্রীড়া বর্ণনা করা হইল তাহা সম্পূর্ণ অসৎ ও ভ্রষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত; আহার সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুর ক্রীড়াদি করা মিথ্যা ওজরমাত্র। বন্য জন্তুদিগের যুদ্ধ যাহা অতি পূর্ব্বে রোম নগরে প্রচলিত ছিল ও এখন কোন কোন হিন্দু রাজার রাজধানীতে হইয়া থাকে, ষাঁড়ের যুদ্ধ, ভল্লুকের যুদ্ধ, ষাঁড়ের সহিত কুক্কুরের যুদ্ধ, কুক্কুর ও মোরগের যুদ্ধ ইত্যাদি কএক প্রকার প্রসিদ্ধ আছে।

এই সকল ক্রীড়ায় যদি পশুগণ যন্ত্রণা বোধ করে তবে তাহা অবশ্য নিষ্ঠুর ও দোষী। যে সমস্ত ক্রীডার বিষয় লেখা গেল তাহা-দের প্রত্যেক সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত লিখিবার স্থানাভাব। সংপ্রতি ষাঁড়ের যুদ্ধ বর্ণন করিয়া ক্ষান্ত হইব। পেনি এনসাইক্লোপিডিয়া নামক এক গ্রন্থহইতে এই বিষয়টী সংগ্রহ করা হইযাছে। ইহা দুঃখের বিষয় যে স্পেইন দেশবাসীরা ইতিহাসে সুখ্যাত হইয়াও নিষ্ঠুর ক্রিয়ায় অধিক আসক্ত। আহা, ইহাদের অন্তঃকরণ কি রূপ যে এমত নিষ্ঠুর ব্যাপারে ইহারা আমোদ করিয়া থাকে!

ষাঁড়ের যুদ্ধ।

উক্ত [illegible]
ভয়ানক [illegible]
রোহী হ[illegible]
যাহারা [illegible]
সহিত তী[illegible]
অস্তমধ্য [illegible]
পঞ্চম, [illegible]
উপদেষ্টা [illegible]

প্রত্যে[illegible] (কিউলছ) ঝকমারিয়া বেশধারী নিযুক্ত থাকে। সমস্ত প্রস্তুত হইলে প্রথমতঃ তুরী ধ্বনি হয়, পরে বিচিত্র পতাকা সহিত অঙ্কুশধারী

ষ্যানডেরেলেরাস এবং কিউলছ. ধীরে২ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে পুনরায় তুরী ধ্বনি হইয়া থাকে, যোদ্ধাগণ আপন২ উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করে এবং সকলে নিস্তব্ধ থাকে। পরে অস্ত্র শস্ত্র নাড়িয়া ধুমধাম করিলে ষাঁড়ের ঘর খুলিয়া দেওয়া হয় এবং দর্শক সকল কোলাহল শব্দ করিয়া উঠিবামাত্র ষাঁড় এক লম্ফে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য-স্থলে উপস্থিত হয়। পিকাডোর তৎক্ষণাৎ অশ্ব সহিত আপনাকে ষাড়ের শৃঙ্গের আঘাতহইতে বাঁচাইয়া অশ্বারূঢ় হইয়া বল্লমদ্বারা ষাঁড়কে আঘাত করে। সচরাচর আন্ডুলুসীয়ান জাতি ঘোটকই এই ক্রীড়ায় সুশিক্ষিত ও তৎপর, এবং জঙ্ঘাতে ভর করিয়া অতি দ্রুতবেগে ঘুরিতে পারে। আরোহিরাও অভ্যাসদ্বারা এমত দক্ষ ও তাহাদের সন্ধান ও আঘাত এমত অব্যর্থ যে ভয়ানক দুর্ঘটনা কদাচ ঘটে। কোন সময়ে ষাঁড় কর্ত্তক পিকাডোর নিকটে আক্রান্ত হইলে উভয় ষ্যানডেরেলেরাস ও কিউলছ আসিয়া সাহায্য করে. এবং তাহাদের অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ও চিত্রবিচিত্র বস্ত্র ষাঁড়ের সম্মুখে নাড়িয়া তাহাকে অন্যমনা করিতে কৃতকার্য্য হয়।

বারম্বার এই রূপে বল্লম ও অঙ্কুশাঘাতে শরীর জরজর হইয়া পার্শ্ব ও স্কন্ধদেশ দিয়া রক্তের স্রোত বহিতে থাকে এবং ক্রমেই নিস্তেজ ও নিঃশক্তি হইয়া পড়ে। প্রায় যুদ্ধেই কোন বিশেষ সময়ে অশ্বা-রোহিরা অঙ্কুশধারিদিগের পর যুদ্ধভার অর্পণ করিয়া প্রস্থান করে, অশ্বারোহিরা বিচিত্র পতাকা কি অঙ্গরাখা ব্যবহার না করিয়া উভয়
[illegible] র্ত্ত হয়।
[illegible] ঙ্গদ্বারা
[illegible] র্শ্ব বিদ্ধ
[illegible] য়, এবং
[illegible] পশ্চাৎ
[illegible] এক জন
[illegible] ার দৃষ্টি
[illegible]
[illegible] তস্ততঃ
[illegible] সময়ে
রাজকার মঞ্চহইতে এক জন সম্ভ্রান্ত লোক যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য

ম্যাটেডরকে ইঙ্গিত করেন, ম্যাটেডর তদনুসারে কিউলছদিগকে আশ্রয় করিয়া বামহস্তে লাল পতাকা ও দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ তলয়ার লইয়া ধাবমান হয়। প্রথমতঃ রাজকীয় মঞ্চের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মস্তকের টুপী খুলিয়া রাখে এবং উপস্থিত ঘটনা সমাধা করণের অনুমতি লইয়া বক্ষঃস্থলে দুই বাহু স্থাপন পূর্ব্বক মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে এবং ভক্তিভাবে টুপী নিক্ষেপ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমে, শরীরের কতক অংশ ও তলয়ার সমস্ত অঙ্গরাখায় ঢাকিয়া ষাঁড়ের আক্রমণ প্রতীক্ষা করে এবং এই সন্ধানে থাকে যে ঐ তলয়ারের হাতল পর্য্যন্ত ষাঁড়ের ঘাড় ও গলার সন্ধিস্থানে প্রবেশ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই ঘটনা সমাধা হইলে ষাঁড়টী মুহূর্ত্তেক এদিক ওদিক ঝুঁকিয়া পতিত হয় এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা উৎসাহে কোলাহল করিতে থাকে।

ষাঁড়ের মৃত্যু হইবামাত্র বাদ্যোদ্যম হয় এবং সুসজ্জিত চারিটী অশ্বতরী বৃহৎ ঘণ্টা গলায় করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনীত হয়। তাহাদের সাজে যে হাক মারা থাকে তাহাতে ষাঁড়ের শৃঙ্গ বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং বাদ্য ও করতালির শব্দ হইবামাত্র ঐ মৃত ষাঁড়কে লইয়া ঐ অশ্বতরী চারিটী চলিয়া যায়। এই রূপ ক্রীড়া কি নিষ্ঠুরতা অপরাধহইতে মুক্ত হইতে পারে?

উক্ত প্রকার ক্রীড়ার মধ্যে কতক বাস্তবিক নির্দ্দোষী এবং কতক আহার সংগ্রহ ও [illegible]
হইয়া [illegible]
হিংস্রক [illegible]
করা [illegible]
শিকার [illegible]
মনুষ্যের [illegible]
ইত্যাদি [illegible]
এরূপ [illegible]
না হয়। [illegible]

এই [illegible]
দিগের [illegible]
অন্য কোন জাতির পক্ষে এত আমোদকর নহে। প্রগত ব্রিটনমাত্রেই

শিঙ্গা ও শিকারী কুক্কুরের শব্দ শুনিয়া পুরমানন্দ লাভ করে। সদ্বংশ-জাত ইংরাজ খেঁকশিয়ালী শিকার করিবার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া শিকারী, ঘোটক ও কুক্কুর প্রতিপালন করে এবং শিকারোপযোগী ঋতু সমস্তই ঐ কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র ও সামান্য জন্তুর প্রাণ হরণ করিবার জন্য আপন সমস্ত শরীর বিপদগ্রস্ত করে; এবং শিকারের কোন চিহ্নেরই এত সম্মান ও মাহাত্ম্য নাই যেমন খেঁকশিয়া-লীর লেজের লোমের আছে। দ্রুতগামী পুরুষ কিম্বা স্ত্রী শিকারীকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত ঐ খেঁকশিয়ালীর আশুকর্ত্তন করা শোণিত-যুক্ত লেজ অপেক্ষা সম্মানসূচক আর কিছুই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ঐ পুরস্কার আহ্লাদ ও অহঙ্কারের সহিত গ্রহণ করা অতি আ-শ্চর্য্যের বিষয়। ফলতঃ অন্য জন্তুর লেজ অপেক্ষা খেঁকশিয়ালীর লেজে এমন কি পদার্থ আছে যে উহা এত সম্মানী সুন্দরীর শিরোভূষণ এবং রাজাদিগের রাজবাটীর দ্বারে জয়ের চিহ্ন স্বরূপ থাকে?

এমন দিন কি কখন হইবে যে সদ্বংশজাত ইংরাজেরা বিড়াল কিম্বা গর্দ্দভের লেজকে মহাসম্মানের পদার্থ জ্ঞান করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য পরস্পর দ্বন্দ্ব করিবেক।

এমন কোন সময় অবশ্য ছিল যে তৎকালে খেঁকশিয়ালীর লেজ সম্মানসূচক চিহ্ন বলিয়া কখন অনুভবমাত্র হইত না, বরং উপহাস করা হইত। সে যাহা হউক খেঁকশিয়ালী শিকারিদিগের মধ্যে অনেক [illegible] প্রচলিত আছে। এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে উপরোক্ত [illegible] বতী ও [illegible] বার জন্য, [illegible] য়া লই-[illegible] কে অনু-[illegible] বং পশুর [illegible] রক্ষকের [illegible] তে হই-[illegible] রূপে, [illegible] নিকটে [illegible]। নদী, নালা, ভিত্তি, পর্ব্বত ইত্যাদি প্রতিবন্ধক সকল অতিক্রম করিয়া নির্দ্দোষী

খেঁকশীয়ালিকে নষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হন না। আহা কি নিষ্ঠুর ব্যাপার! ভয়ে আকুল হইয়া ঐ নির্দ্দোষী জন্তু গর্ত্তহইতে বাহির হইয়া শিকারির অগ্রে ২ প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িতে থাকে। যখন নিঃশক্তি হইয়া দৌড়িতে অক্ষম হয় ও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন ভয়ানক শিকারি কুকুর সকল তাহাকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। এই প্রকার শিকার সমাধা এবং ব্যবহারিক উৎসাহাদি সমাপন করিয়া শিকারের চিহ্ন এক লেজমাত্র রাখা হয়।

খেঁকশীয়ালি শিকারে যে কি আমোদ আছে, কিসের সহিতই বা ইহার লেজের গূঢ় উপমা হইতে পারে, এবং শিকারিদিগের উৎসাহ ধ্বনিতেই বা কি গুপ্ত প্রয়োজন প্রকাশ পায় তাহা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

এই সকল ক্রীড়া সম্বন্ধে অনেকানেক বিষয় দর্শকদিগের বোধগম্য হয় না। ব্যাটিউস নামে কোন স্থানে সম্ভ্রান্ত লোক সকল ক্রীড়াচ্ছলে সহস্র ২ জীবহিংসা করিয়া থাকেন; তাহাকে কসাইয়ের ব্যবহার ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

গর্ডন ক্যামিং ও লামণ্ট কর্ত্তৃক আফরিকা ও উত্তর কেন্দ্রস্থ দেশের প্রাণীহিংসার বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ পায় যে শিকারই ঐ সকল নিষ্ঠুর কার্য্যের হেতু। অতএব ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে সম্ভ্রান্ত লোক সকল অহঙ্কার পূর্ব্বক কসাইয়ের ব্যবহার অ

এতদ্

হইয়া

নাশ হ

ঘো

কোন ন

ক্রী

বিষয়ে

শিল্পকা

কাণ

কিন্তু ম

ছেদন করিবার জন্য হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। প্রকৃত প্রস্তাবে

কাণ ও লেজ কাটিয়া লওয়ায় কোমল শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাহ্যিক আচ্ছাদন এবং শরীরহইতে বিরক্তজনক কীট পতঙ্গ তাড়াইবার উপায় রহিত হয়, আর সময় বিশেষে সন্তরণেরও ক্ষতি জন্মে। আমরা দুইটী কুকুর এককালীন সাঁতার দিতে দেখিয়াছি, লেজ বিশিষ্ট কুকুরটী অতি সহজে উদের ন্যায় সাঁতার দিতে পারক হইল, আর লেজ বিহীন কুকুরটী দশ গজ সাঁতরিয়া যাইতে কি জলে ইচ্ছা মতে শরীর ঘুরাইতে অসক্ত হইয়া পড়িল।

বিশেষ বিদ্যা উপার্জ্জন হেতু যে সকল নিষ্ঠুর আচরণ করা হয় তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

ইহা সচরাচর দেখা যায় যে রসায়নবিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা অনেক জন্তুর জীবিতাবস্থায় শরীর ছেদন করেন এবং নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া শাস্ত্র উন্নত করিতেছেন বলিয়া নিষ্ঠুরতা দোষ গ্রহণ করেন না। কিন্তু কোন প্রাণীর জীবিতাবস্থায় তাহার শরীর সাবধান পূর্ব্বক পরীক্ষা করিলে এবং স্বাভাবিক মৃত্যু হইবা মাত্র তাহার শরীর ছেদন করিয়া দেখিলে বোধ করি শাস্ত্রের অধিক উন্নতি হইতে পারে। সে যাহা হউক, পদার্থবিৎ পণ্ডিতদের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত প্রাণীদিগের মৃত্যু যেমন ভয়ানক তেমন আর কোন প্রকার মৃত্যুই অনুভব করা যায় না। অতএব এই বিদ্যা ব্যবসায়ীদিগের উচিত যে তাঁহারা এমত নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া বিদ্যা শিক্ষা না করেন এবং অন্যকেও শিখিতে উৎসাহ না দেন। যদি এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে এমত কোন বিদ্যা লাভ [illegible] করিত, তাহা [illegible] বল পদার্থ [illegible] য়া নিতান্ত [illegible] পতঙ্গকে [illegible] দূষণীয়।

[illegible] জন্মে। দৈব [illegible] নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন।

..ন্দর ভাব যতই আলোচনা করা যায় ততই তাহার আস্বাদনে ক্ষমতা জন্মে এবং যে বস্তুর সৌন্দর্য্যের প্রতি বারম্বার অনুসন্ধান করা যায় তাহার সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণ করিতে পারক হইলে ততই আমোদ জন্মে এবং ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি মধ্যে ততই আমাদের প্রধান্য হইয়া উঠে।

সুন্দর পদার্থের মধ্যে পশুকুলই শ্রেষ্ঠ; এবং যাহারা তাহাদের ভাব জ্ঞাত আছেন তাঁহারা বলিতে পারেন যে ক্রীড়াশালী পশুদিগের নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য সম্বন্ধেই হউক, বা আহার অন্বেষণ কালীনই হউক, ক্রীড়া দর্শন কত আমোদকর!

প্রকৃতির আশ্চর্য্য২ বিবিধ প্রকার সৌন্দর্য্য যাদৃশ পশুমণ্ডলীতে প্রকাশ পাইতেছে এমত আর কোন বস্তুতেই দেখা যায় না। উষ্ণ দেশের জঙ্গল সুন্দর জীব জন্তু দ্বারা চমৎকৃত রূপে অলঙ্কৃত এবং জল, স্থল, বৃক্ষ, পল্লব এবং পুষ্প প্রভৃতি অনির্বচনীয় মনোরম প্রাণীতে পরিপূরিত হইয়া আছে; যেখানে সামর্থ্য এবং ক্ষীণতা, গুরুত্ব এবং লঘুতা, বৃহত্ত্ব এবং ক্ষুদ্রতা পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া আত্মার নিগূঢ় আশ্চর্য্য ভাবকে উত্থিত করিতেছে, এবং পাষাণ অন্তঃকরণ ব্যতীত সকল চিত্তকে সর্ব্বস্রষ্টার প্রতি ভক্তিরসে আর্দ্র করিতেছে। সভ্যসম্প্রদায় মধ্যে গৃহপালিত পশুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপরোক্ত ভাবের অভাব হইবেক না। যখন ঐ সকল পশুদিগকে স্বাধীন রূপে আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দেখা যায়, তখন মনে কেমন আনন্দানুভব হইয়া থাকে। তদ্বিপরীতে, যদি কোন একটী জন্তুকে অযত্নের সহিত

সম্ভাব

এবং দ

সকলকে

দেখিলে

সকল

করণকে

কদর্য্য না

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেই মনুষ্যকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে

হয়; অন্তঃকরণের কোমল ভাব কঠোর এবং প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও রূদ্ধ হইয়া উঠে। পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে মনুষ্য জাতির বিনাশকালে পশু সকলের রক্তে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যাইত এবং নিষ্ঠুরতাই অধিক প্রিয়তম ছিল। রোমনগরের সৌভাগ্যের সময়ে মল্লযুদ্ধ ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ক্রীড়া করিতে সকলে ভাল বাসিত; তাহারা প্রথমাবস্থায় পরাক্রম ও যুদ্ধ কৌশল পরে বিদ্যা ও সভ্যতা জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু যখন উচ্চাভিলাষ ও জাঁক জমকের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল তখন তাহাদের যুদ্ধ প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া অনবধানতা, কাপুরুষত্ব ও দুর্বলতার প্রাবল্য হইল। রোমজাতিরা ভারতবর্ষীয় হস্তী ও ইথিওপিয়ান সিংহ এবং কাকেসস পর্ব্বতস্থ ভল্লুক সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধে নিয়োগ করিয়া তামাসা দেখিতেন এবং সুশ্রাব্য বাদ্যের পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্রের চীৎকার ও তাহার শিকারের যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি শুনিয়া হর্ষিত হইতেন। স্পেন দেশেরও এই রূপ দশা উপস্থিত। সৈন্যগণ যুদ্ধে অপারক হইয়া পূর্ব্ব কথিত ষাঁড়ের যুদ্ধে, গোহত্যা ও তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া থাকে; অতএব যে জাতি নিষ্ঠুর ক্রীড়ায় সদা সুখী হয় তাহার বিনাশের কোন সংশয় নাই।

যে ব্যক্তি পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হয় সে সত্বরেই মানব ধর্ম্মের প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া যায়; আত্মপরিবারের প্রতি তাহার দয়া থাকে না এবং অন্যের কষ্ট পাষাণ হৃদয়ে দৃষ্টি করে। মনুষ্য যত নিষ্ঠুর কার্য্য অভ্যাস করে ততই কঠিন ও অবশীভূত হইয়া পড়ে, এবং [illegible] প্রকার [illegible] হইয়া [illegible] ভদ্রতা [illegible] পালন [illegible] তাহা- [illegible] বিকল [illegible] দেখা [illegible], গৃহ- স্থালীর কোন যত্ন করে না; শৌর্য্য প্রযুক্ত সময় এবং অবিশ্বাসীয

কাজ কর্ম্ম নষ্ট করে; কাহার অধীন হইলে প্রভু তাহার প্রতি সর্ব্বদা বিরক্ত হন, এবং সে ব্যবসায়ী হইলে তাহার ব্যবসা এককালীন বন্ধ হইয়া যায়। যাহারা পক্ষী পালিতে ভাল বাসে তাহারা অপেক্ষাকৃত গৃহস্থ, সৌভাগ্যশালী এবং সন্তোষচিত্ত।

ব্যবসা বিশেষে লোকের চিত্তের নম্রতা অথবা কাঠিন্য জন্মে। রেসমি বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগকে কখন শিকারি কুক্কুর পুষিতে দেখা যায় নাই; পুষ্প এবং পক্ষী তাহাদের অতিপ্রিয়। দর্জ্জী প্রভৃতির ঐ রূপ নম্র প্রকৃতি। তদ্বিপরীতে, কসাই ও গাড়য়ান প্রভৃতি স্বীয় ব্যবসার দোষে স্বভাবতই দয়ালু ও নম্র ভাব জাত হইতে পারে না। তাহাদের রক্ষিত কুক্কুর শিকার ক্ষম, যুদ্ধে পারক অথবা ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট। সুশ্রী কুক্কুর ও সুস্বরযুক্ত পক্ষী রাখিতে তাহাদের কোন আমোদ জন্মে না।

যদিও ম্যাহু বর্ণনা করেন নাই কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে কোন ব্যবসায়ে, কি কোন ক্রীড়ায়, কি কোন পশুপালনে প্রবৃত্তি, একই কারণহইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা অথবা নম্রতা।

স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর যে ব্যক্তি সে নিষ্ঠুর ব্যবসা ও নিষ্ঠুর ক্রীড়া মনোনীত করে। স্বভাবতঃ নম্র যে ব্যক্তি সে তদনুরূপ ব্যবসা ও ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় সুতরাং অভ্যাসের দ্বারা কি নিষ্ঠুরতা কি নম্রতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই কোন পশুর প্রতি অত্যাচার করে, কোন কুক্কুরকে আঘাত করে কিম্বা রাগত হইয়া ঘোটকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে
তাহা [illegible]
পালি [illegible]
যাইতে [illegible]
আঘা [illegible]
তোমা [illegible]
নহে। [illegible]
নহে [illegible]
তাহা [illegible]
তাহার [illegible]
আহা [illegible]
থগণ তাহার কে? সামান্যতঃ তাহার স্থানে কোন য়ার কার্য্য পাইবার

আশা করিও না। যদি কোন ব্যক্তির ঘোটক তাহাকে দেখিবা মাত্র আনন্দিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং কোন খাদ্য দ্রব্য পাইবার আশায় জেবের ভিতর মুখ দিতে আইসে, এবং কুক্কুর তাহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে শব্দ করিয়া উঠে, এমত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব কর। এবং নিশ্চয় জান যে তাঁহার অতি সুপ্রবৃত্তি, তিনি অতি সৎ, ও পরিজন সকল তাঁহার সংসর্গে সদা সুখে কালযাপন করে। তিনি দুঃখির প্রতি দয়া করিতে ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন না। অতএব পশুর প্রতি ব্যবহার দেখিলেই মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

যেহেতুক অভ্যাস করিলেই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উন্নত, উজ্জ্বল ও ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং পশুদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেই উক্ত তাৎপর্য্য সাধন হয় এবং যে পর্য্যন্ত উহা অভ্যাস করা হয় সেই পর্য্যন্তই ফলদায়ক।

তৃতীয়তঃ, অর্থলাভ।

ইদানীং অর্থলাভই সাধারণের উদ্দেশ্য এবং যে রূপে অর্থ উপার্জ্জন হয় তাহাই লোকের কর্ত্তব্য হইয়াছে। কিন্তু এমত অভিপ্রায় সত্ত্বেও পশুদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত হওয়া যাইতে পারে। পশুদিগের প্রতি উত্তম আচরণ করিলে যে অধিক অর্থ লাভ হয় তাহাতে সংশয় নাই। বৃষবেরাট হউক বা কসাই হউক অথবা অন্য [illegible] পুষ্ট ও [illegible] পত্রের [illegible] টকের [illegible] গতির [illegible] ক-গাড়ি [illegible] র্দ্দভের [illegible] ত্রপূরক [illegible] লোকে [illegible] গর্দ্দভটী ঐ রূপ যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং অন্যান্য গর্দ্দভ অপেক্ষা

ত্রিগুণ কর্ম্ম করিতে পারিত। আর তাহার আহারের ব্যয় তাহার কর্ম্মের সহিত তুলনা করিতে গেলে অতি সামান্য। ঘোড়দৌড়ের ঘোটক সকলও এক প্রকার প্রমাণের স্থল। যত্নপূর্ব্বক আহার করাইলে এক সপ্তাহ মধ্যে ঘোটকের দ্রুতগতি অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হয়। এই প্রকারে কর্ম্মোপযোগী পশুমাত্রেই যত যত্নে পালিত হয় ততই কর্ম্মিষ্ঠ ও লাভের কারণ হইয়া উঠে।

উপরোক্ত নিয়ম বিশেষ রূপে গাড়ির বলদ ও ঘোটকের প্রতি প্রয়োগ হয়। গাড়য়ানেরা মনে করে যে তাহাদের বলদকে আহার না দিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই লাভ হইল। কিন্তু দুর্ভগা গাড়য়ানের কি ভ্রম, সে জানে না যে তাহার বলদকে উত্তম রূপে আহার দিলে অধিক ভার লইয়া অধিক দূরে যাইতে পারিবেক; তদ্দ্বারা লাভও অধিক হওয়ার সম্ভব; জন্তুদিগকে চালাইতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না এবং জন্তুগণও প্রতিপদে পতনোন্মুখ হয় না। এই নিয়ম ঘোড়ার ডাক ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেও তুল্য রূপে ফলদায়ক। মনুষ্যেরা কার্য্য নিমিত্ত দুর্ব্বল, ক্ষত পশুদিগকে নিযুক্ত না করিয়া যদি কেবল বলবান্ ও হৃষ্টপুষ্ট জন্তুদিগকে যত্নপূর্ব্বক পালন করে তাহা হইলে অধিক কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন করাইতে পারে। এক্ষণে অনেকে ঘোটক-গাড়ির অস্থিরতা ও অনিয়ম জন্য ডাকে গতায়াত ও আমদানী রপ্তানি বন্দ করিয়াছে; কিন্তু ঘোটক উত্তম ও বেগবান্ হইলে অবশ্যই অনেকের যাতায়াতের সুবিধা হয়। স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষা করিলেই যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়
ইহাও
দয়া
হয় এ

সে
সংক্ষে
ত্রুটি হ
প্রতি দ
ক্ষা র
দয়ার

নিম্নলিখিত তর্কগুলিন খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিমিত্ত বিশেষ রূপে লেখা হইল।

এ পর্য্যন্ত উপস্থিত বিষয়টির বাদানুবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। তাহার বিশেষ কারণ এই যে সৃষ্টিকর্ত্তাকে খ্রীষ্টীয়ান-দিগের পরমেশ্বর বলিয়া মনুষ্যের সহিত অপর জন্তুদিগের সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র "বাইবেল" হইতে উদ্ধৃত করিলে হিন্দু কি মুসলমান কি পারসীক জাতিরা বিনাদ্বেষে মনোযোগের সহিত উপরোক্ত হেতুবাদ সকল পাঠ করিবে না। সে যাহা হউক, এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে ঐ বিষয়ের যে উপদেশ পাওয়া যায় তাহাই কিঞ্চিৎ বলিয়া সমাপ্ত করা যাউক। পশুদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করার সাপেক্ষে ঈশ্বরের স্বীয় বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া বিতর্ক করিতে পারা যায়; যথা, "আমরা যাহা করি তাহাতেই ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ পায়।" এমত স্থলে আমরা কোন ক্রমেই বিবেচনা করিতে পারি না যে ঈশ্বর যে সমস্ত পশুদিগকে সৃষ্টি করিয়া প্রচুর আহার দিয়া রক্ষা করিতেছেন তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। অতএব যদি পশুদিগের প্রতি মন্দ ব্যবহার করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হয় তবে যাহারা মন্দ ব্যবহার করে তাহারা অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হয়। যদি আমরা বাইবেল পাঠ করিয়া দেখি তবে তাহার প্রত্যেক স্থানে সৃষ্টি করিতে [illegible] যাছে।

[illegible] ৎকার ধ্বনি [illegible] থাকে যে [illegible] ন্ত, তোমার [illegible] ং উপযুক্ত [illegible] র্থের ইচ্ছাই [illegible]

স্তোত্র ১৪৭। ৯ তিনিই সকল জন্তুকে আহার [illegible]

ম্যাথু ৬।২৬ শূন্যে পক্ষী সকল দৃষ্টি কর; তাহারা কোন শস্য আবাদ করে না, কিম্বা সংগ্রহ করে না; তত্রাচ জগৎপাতা তাহাদিগকে আহার দেন।

ম্যাথু ১০। ২৯ ক্ষুদ্র দুই চড়াই সামান্য মূল্যে খরিদ করা যাইতে পারে কিন্তু ঐ সামান্য জীব ঈশ্বরের অজ্ঞাতসারে পতিত হয় না।

যে স্থলে জীব সকলের মৃত্যুকালেও ঈশ্বর তাহাদিগকে যত্ন করেন, সে স্থলে মনুষ্য কর্তৃক তাহাদের অযত্নের সহিত ব্যবহৃত হওয়া কি সঙ্গত? খ্রীষ্টীয়ানদিগের উচিত যে ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া কার্য্য করে; এবং ঈশ্বরের ন্যায় জগতের যাবতীয় প্রাণীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করে।

এই জগতের ও তৎস্থিত পদার্থসমূহের সামঞ্জস্য দৃষ্টে বিলক্ষণ অনুভবসিদ্ধ হইবে যে প্রাণী সকল, যাহারা স্নেহ করিতে পারক তাহারা ঐশিক স্নেহশৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে।

ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তাহাদের মঙ্গল ইচ্ছা বিধান করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট মনুষ্যের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহাদের মঙ্গল জন্য মানব জন্ম গ্রহণ করেন। দেবদূত সকল মনুষ্যের সৎক্রিয়ায় যার পর নাই আনন্দিত হয় এবং তাহার ভ্রমদৃষ্টে বিমর্ষ হইয়া ক্রন্দন করে। মনুষ্যেরও কর্ত্তব্য যে, যে সকল প্রাণীর সহিত তাহার শারীরিক সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে তাহাদিগের প্রতি যত্ন ও দয়া প্রকাশ করে। তাহার স্মরণ করা উচিত যে মনুষ্য ও পশু ও পক্ষী প্রভৃতি সেই এক সর্ব্বশক্তিমান ও পরম কারুণিক পরমেশ্বরের [illegible]
তিনি [illegible]
ও জল [illegible]
স্মরণ [illegible]
কারণ [illegible]
পশুদি [illegible]
শরীর [illegible]
থাকে [illegible]
মনুষ্য [illegible]
রে [illegible]
কাতর হইয়া আছে; ভবিষ্যতে এমন উত্তম সময় হইতে পারে যে তখন

সকলেই পবিত্র, ধার্ম্মিক ও দয়াবান্ হইবে, এবং ঘোটকের গলদেশস্থ ঘণ্টাতে সাধুতার বিষয় লেখা থাকিবেক।" যদি আমাদিগের অধঃপতনে পশুদিগের ক্লেশ ঘটনা হওয়া প্রকৃত হয় তবে তাহাদিগের জীবনের ভার লাঘব করা অত্যাবশ্যক। খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি হেতুক যদ্যপি আমাদিগের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে তবে জীবদিগের প্রতি দয়া করা এবং ঈশ্বরদত্ত সুখ ও স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে দিয়া তাহাদের যন্ত্রণা দূর করা আমাদের উচিত।

ঈশ্বর স্পষ্টরূপে আজ্ঞা করিয়াছেন যে মনুষ্য প্রাণীমাত্রের প্রতি যত্নবান হইবেন। চতুর্থ আজ্ঞাটি পশুদিগেরও প্রা[illegible] অর্শায়; যেহেতু তাহারা সপ্তাহের মধ্যে এক দিবস আরাম করিবেক। [illegible]দিগের প্রতি আজ্ঞা ছিল যে শস্য দলনকালীন বৃষের মুখ বন্ধ করিবেক না; বৃষ ও গর্দ্দভ এক লাঙ্গলে যোজনা করিয়া ভূমি কর্ষণ করিবেক না; কারণ উহাদের পরস্পরের প্রকৃতির বিভিন্নতা জন্য জোঁয়াল্টী বৃষ অথবা গর্দ্দভের অবশ্য কষ্টদায়ক হইবেক। রবিবারের দিবস পালিত পশু সকলকে চরাইতে অনুমতি করিয়াছেন; এবং শত্রুর কোন বৃষ বা গর্দ্দভ বোঝার ভাবে পতিত হইলে তাহাকে উঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, তিনি পশুদিগের প্রতি যত্ন করেন।

ঐশিক নিয়মানুসারে জীব জন্তুদিগেরও বিশেষ অধিকার আছে। ধার্ম্মিক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি ঐ অধিকার অবশ্যই রক্ষা করিবেন এবং [illegible] দয়া

[illegible] ধেয়;

[illegible] সহিত

[illegible] ও এই